রোগীদের সুরাহা

পঁচিশটি প্রতিষেধক

এই রিছালেটি রোগীদের জন্য একটি করুণা, সান্তনা, আধ্যাত্মিক এক ব্যবস্থ্যাপত্র, রোগী দেখা এবং সুস্থ্যতার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلَّذِينَ اِذَٓا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّٓا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ * وَالَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ * وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। যিনি আমাকে আহার এবং পানীয় দান করেন, যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন। (বাকারা ১৫৬, শূরা ৭৯-৮০)

আলোচ্য লাম'আতে মানব জাতির দশ প্রকার থেকে এক প্রকারকে আকৃতি প্রধানকারী মুসিবতদার এবং অসুস্থ্যদের হাকিকি এক প্রশান্তি,অনেক উপকারী এক প্রতিষেধক হতে পারে এমন পঁচিশটি আবেদনমুখী পরামর্শ সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করছি।

প্রথম ঔষধঃ হে নিরুপায় রোগী। দুঃশ্চিন্তা কর না, সবর কর। তোমার অসুস্থতা তোমার প্রতি দুঃখজনক মনে না করে **এক নেয়ামত** মনে কর। কেননা জীবন একটি সম্পদ এটা চলে যাচ্ছে। এর ফল পাওয়া না গেলে এটা ধ্বসং হয়ে যায়। একই ভাবে আরাম ও গাফলতের সাথে যদি অবস্থান কর তাহলে আরও দ্রুত শেষ হয়ে যায়। অসুস্থতা যা তোমার ঐ সম্পদকে বড় রকমের লাভের সাথে ফলপ্রদ করে। এমন কি হায়াত তাড়াতাড়ি যেন শেষ না হয়ে যায় এই জন্যে অসুস্থতা সুযোগ প্রদান করে, ধরে রাখে, লম্বা করে-----সুদূর ফলসমূহ প্রদান করতঃ যেন সহায়তা করে যাচ্ছে। সুতরাং হায়াতের অসুস্থতার সাথে দীর্ঘায়িত হওয়াটাকে ইঙ্গিত প্রদানকারী প্রাবাদ বাক্য সকলের মুখে প্রতিষ্ঠিত এটা এই যে, মুসিবতকাল লম্বা হয় + সুখানন্দের কাল সংকীর্ণ হয়।

দ্বিতীয় ঔষধঃ হে ধৈর্যহীন রোগী। ধৈর্য ধর, এমনকি কৃতজ্ঞতা ও প্রকাশ কর। তোমার এই রোগের মধ্যে বেষ্টিত প্রতিটি মিনিট একেক ঘন্টার ইবাদাতের হুকুমে আওতাভূক্ত করতে পারে। কারণ ইবাদাত দুই প্রকার **একটি** হল ইতিবাচক ইবাদত, যা নামায রোজার ন্যায় জ্ঞাত ইবাদাত সমূহের থেকে যে ইবাদাত। **দ্বিতীয়টি** হল নেতিবাচক ইবাদাত যা অসুস্থতাসমূহ বিপদাপদ সমূহের মাধ্যমে বিপদে সম্মুখীন ব্যক্তি স্বীয় দূর্বলতা ও অক্ষমতাকে অনুভব করে। খালিকে-রাহিমের প্রতি দোয়া, আশ্রয় প্রার্থনা করে। বিশুদ্ধত: লোক দেখানোর জন্যে নহে এমন এক ইবাদাতের আত্মপ্রকাশ হয়। অসুস্থ্যতার সাথে অতিক্রান্ত এক জীবন আল্লাহর থেকে অভিযোগ না করার শর্তের মাধ্যমে মু'মীনের জন্যে ইবাদাত হিসেবে বিবেচনা করাটা সহীহ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত আছে (বুখারি, জিহাদ ৪৩১)। এমনকি অনেক ধৈর্যশীল ও শুকুর গুজার রোগীর ক্ষেত্রে এক মিনিটের অসুস্থতা, এক ঘন্টা ইবাদাতের হুকুমে অন্তর্ভূক্ত হওয়া ও অনেক কামিল ব্যক্তিদের এক মিনিট এক দিনের

ইবাদাতের সমমানের হওয়াটা সহীহ রেওয়ায়েতে এক কাশফে-সাদিকা দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। তোমার এক মিনিটের হায়াতকে হাজার মিনিটের সমতুল্যে নিয়ে এসে তোমায় **লম্বা হায়াত অর্জন করিয়ে দেয়া** রোগের জন্যে আপত্তি নহে বরং শুকরিয়া আদায়করণ একান্ত জরুরী।

তৃতীয় ঔষধঃ হে সহ্যহীন রোগী! মানুষ এই ধরাতে মনোরঞ্জন এবং স্বাদ আস্বাদনের জন্যে না আসাটা ধারাবাহিকভাবে এখানে আগমনকারীর চলে যাওয়াটা এবং যুবকদের বৃদ্ধে রুপান্তরিত হওয়াটা এবং ধারাবাহিকভাবে বিলোপ্ত ও বিচ্ছিন্নতার তরে গতিময়তা এর স্পষ্ট প্রমাণিক সাক্ষী স্বরুপ। এমনকি মানুষ প্রাণীকুলের মধ্যে সর্বোচ্চ পূর্ণাঙ্গ, উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন, এবং গঠনপ্রণালীতে সবচেয়ে ধনবান, বরং মানুষ প্রাণীজগতের সুলতান বিবেচিত হওয়ার কালে বিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সমূহ এবং আগত বিপদাপদসমূহকে চিন্তা করতে পশুদের বিবেচনায় অনেক নিম্নমানের এক স্থরে, অনাকাঙ্খিত যন্ত্রণাময়, কষ্টময় এক জীবন পাড়ি দিচ্ছে। অর্থাৎ **মানুষ, এই দুনিয়াতে কেবল স্বাচ্ছন্দে বাস করার জন্যে এবং আরাম ও কষ্টহীন জীবন অতিক্রম করার জন্যে মূলত আসে নাই**। বরং মহান এক সম্পদকে তার হাতে অধিনস্থ হওয়া এই মানুষ এখানে ব্যবসার সাথে চিরস্থায়ী, সার্বক্ষনিক এক জিন্দেগীর সৌভাগ্যতা অর্জনের কর্মকান্ডের জন্যে এখানে এসেছে। তার হাতে প্রদানকৃত সম্পদটা হল হায়াত বা জীবন । যদি অসুস্থতা না হয়, তাহলে সুস্বাস্থ্য ও সতেজতা গাফলতীর কারণের আশ্রয় প্রদান করে + দুনিয়াকে মনোবাসনার স্থল হিসেবে তুলে ধরে পরকালকে ভূলিয়ে দেয়, কবর ও মৃত্যুকে স্বরণে আনতে দেয় না। জিন্দেগী নামের মূলধনকে অহেতুক অমার্যিত স্থলে অপব্যয় করায়। আবার যদি এই অবস্থায় অসুস্থতা থাকে, তাহলে যেভাবেইহঠাৎ করে হোক না কেন, চক্ষুর আলো প্রকাশ পায়,চক্ষু উন্মোচিত হয় । দেহ ও শরীরকে বলে যে "তুমি মরতেই হবে, এখানে বেহুদা আস নাই, তোমার এক কর্তব্য রয়েছে। আমিত্যকে ছাড় আর স্রষ্টাকে ফিকির করো, কবরে যে যেতেই হবে এটা জানো, এভাবেই নিজেকে হাজির কর। অতএব অসুস্থতা একটি সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে প্রতারণাহীন **এক নসীহত ও সতর্ককারী স্বরুপ এক পথ প্রদর্শক**। তাই রোগ থেকে অভিযোগ নহে বরং এই দৃষ্টিতে রোগের শুকরিয়া আদায় করণ জরুরী; যদি বেশী কষ্ট হয় তাহলে, সবরের শক্তি আল্লাহর কাছে চাওয়া একান্ত আবশ্যকীয়।.....

চতুর্থ ঔষধঃ হে অভিযোগকারী রোগী! তোমার অধিকার অভিযোগ নহে, বরং শুকরিয়া আদায় করা, ধৈর্য ধারণ করা। **কেননা তোমার দেহের ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহের মালিক তুমি নও** । অর্থাৎ অন্যের সম্পদ এগুলো। যেগুলোকে তুমি সৃষ্টি কর নাই এবং কোন কারখানা থেকে ক্রয় করে ও নিয়ে আস নাই। এগুলোর মালিক তার মালিকানায় তার মাল হিসেবে যেভাবে চায় ব্যবহার করতে পারেন, ছাব্বিশতম কালেমায় বলার ন্যায় যেমন অতি ধ্বনি অতি প্রসিদ্ধ এক কারিগর; তার মনোরম শিল্পায়নকে মূল্যবান এক সম্পদ হিসেবে প্রদর্শনকল্পে মিছকিন একজন লোককে মডেল হিসেবে দেখানোর জন্যে উদ্দেশ্যগতভাবে কিছু বিনিময়ের দ্বারা এক ঘন্টার জন্যে অতি শিল্পায়ীত ও কারুকার্যত সেলাইকৃত সুন্দর একটি শার্টকে, একটি পোষাককে ঐ অভাবী লোকটিকে পরিধান করায়। এমতাবস্থায় তার উপর সুন্দর অবস্থান তৈরী করে। চমৎকার শিল্পায়নের উন্নত ধরনকে তুলে ধরার জন্যে পোষাককে, পরিবর্তন করে, লম্বা করে, খাটো করে। এই অবস্থায় ঐ ভাড়াটি গরিব লোকটি যদি শিল্পী সত্ত্বাকে বলে যে, আমায় কষ্ট প্রদান করছ বসিয়ে, দাড় করিয়ে, কর্মরত করতঃ আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছ। আমার সুন্দর্য প্রদানকারী এই পোষাককে কেটে ছোট করচ্ছ। আমার সুন্দর্যতাকে নষ্ট করচ্ছ। এমনটি বলার অধিকার কি ঐ লোকটির আছে? করুণাহীনতা ও অবিচার করচ্ছ এমনটি কি বলতে পারে? হবহু, এই উদাহরণের ন্যায় সানী-এ-যুল-যালাল তোমাকে হে রোগী! চোখ, কান, আক্বল, ক্বলব এর ন্যায় নুরানী ইন্দ্রিয়

সমূহের সাথে উৎকৃষ্টময় কারুকার্যে খচিত এই দেহ নামী পোষাককে আসমায়ে-হুছনার নকশা সমূহকে দেখানোর জন্যে রকমারী অবস্থায়,পন্থায় তোমাকে পরিবর্তন করে এবং বিভিন্নভাবে তোমার অবস্থানকে পরিবর্ধন করেন। তুমি ক্ষুধার্ত অবস্থায় যেমন তার নাম 'রাজ্জাক' কে চিনতে পার, তেমনি শাফি নামটাকে ও অসুস্থ বেলায় জানো। কষ্ট সমূহ, মুসিবত সমূহ এক প্রকার ইসিমসমূহের হুকুসমূহকে দেখানোর কারণে ওগুলোতে হেকমত থেকে আগত দীপ্তিসমূহ, রহমতসমূহ থেকে আগত রশ্মি সমূহ এবং ঐ রশ্মিসমূহের মধ্যে অসংখ্য সুন্দর্যতা পাওয়া যায়। যদি পর্দা খোলা হয়। অমার্যিত ও ঘৃণিত এই অসুস্থতার অন্য পার্শে স্নেহময় ও মনোহর অর্থাবলীকে খুজে পাবে।

পঞ্চম ঔষধঃ হে রোগের মধ্যে বেষ্টিত রোগী! এই যুগে আমার যোগ্যতার দ্বারা এই আত্মবিশ্বাস তৈরী হয়েছে যে, **কারো কারো জন্যে রোগাক্রান্ত হওয়া এলাহীর এক দয়া স্বরুপ,একটি রহমানী উপঢৌকন স্বরুপ** (বুখারি, মারাজ-১০)। এই আট নয় বছর যাবৎ আমার অনুপযুক্ততার অবস্থায় অনেক যুবকরা অসুস্থতার দৃষ্টিকোনে আমার সাথে দোয়ার জন্যে তারা সাক্ষাৎ করেছে। উপলব্ধি করলাম যে, যে অসুস্থ যুবককে দেখলাম সে অন্য যুবকদের তুলনায় পরকালকে চিন্তা করতে শুরু করছে। যৌবনের পাগলামী তার মধ্যে নেই। উদাসীনতার মধ্য থেকে, জন্তুদারী জৈবিক চাহিদা থেকে এক স্থরে নিজেকে হেফাজত করছে। আমি ও দেখছিলাম যে, তাহাদের বহনসীমার অসুস্থতাকে জানাতাম যে, এই অসুস্থতা একটি এইসানে-এলাহি। আমি বলতাম যে, আমার ভাই, আমি তোমার এই রোগাক্রান্ততার পক্ষে নহে। অসুস্থতার কারণে তোমার বিপরীত এক সহানুভূতিশীলতা অনুভূব করতঃ আমি কষ্ট পাচ্ছি না। তবে দোয়া করি এই রোগ তোমাকে যেন পূর্ণভাবে সচেতন না করা পর্যন্ত চলতে থাকে তুমি ধৈর্য ধারণ কর, এবং অসুস্থতার অবস্থান শেষ হওয়ার পর খালিকে-রাহিম ইনশা-আল্লাহ তোমায় সুস্থতা দান করবেন। এমনকি বলতাম যে, তোমার ন্যায় এক প্রকার যুবকরা সুস্থতার মসিবতের মাধ্যমে গাফলতে পতিত হয়ে, নামাযকে ছেড়ে দিয়ে, কবরকে চিন্তা না করে, আল্লাহকে ভূলে গিয়ে, এই দুনিয়ার এক ঘন্টার জীবনকে বাহ্যিক মনোবাসনার মধ্যে ন্যাস্থ রেখে চিরস্থায়ী,আখেরাতের হায়াতকে ক্ষতিগ্রস্থে কুঠারাঘাত করে এমনকি ধ্বংস করে ফেলে। তুমি অসুস্থতার চক্ষু দিয়ে, যেভাবেই হোক এমন এক মনযিল হওয়া কবরকে এবং তার আরও দূরে অবস্থিত আখেরাতের অনেক মনযিল সমূহকে তুমি দেখতে পাবে। এবং এগুলোর বিবেচনায় তুমি কর্মব্যস্থ আচরণ দেখাচ্ছ। অর্থাৎ বেকার যুবকদের এক প্রকার সুস্থতাই এক অসুস্থতা ছাড়া অন্য কিছু নহে।

ষষ্ঠতম ঔষধঃ হে যন্ত্রণায় আপত্তিকারী রোগী! তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, তোমার গত জীবনটাকে চিন্তা কর এবং ঐ হায়াতে অতীত হওয়া স্বাদী, আরামপ্রদ, দিনগুলো এবং অতীতের বিপদাপদ ও বিরক্তকারী সময় সমূহকে মনে কর। তখন সন্দেহাতীত উহ বা আহ উচ্চারণ করবে। অর্থাৎ হয় আলহামদুলিল্লাহ শুকুরিয়া আদায় করছি নতুবা আহ অনুতাপ বা কি দুঃখ এমনটি তোমার ক্বলব বা জিহ্বা বলে উঠবে। খেয়াল কর। তোমাকে শুকুর-আল-হামদুলিল্লাহ এমনটি উচ্ছারণ করার কারণ হল তোমার পূর্বের দিনগুলোর কষ্টাবলী, যন্ত্রণাবলীর চিন্তাকরণ যা একটি আধ্যাত্মিক স্বাদ আস্বাদন করাচ্ছে যে, তখন তোমার ক্বলব শুকরিয়া আদায় করছে।

কেননা **কষ্টের দূরীভূত হওয়াটা অতি আনন্দের**। ঐ কষ্টাবলী, ঐ মুসিবত সমূহ শেষ হওয়ার দ্বারা রুহের মধ্যে একটি সুস্বাদু উত্তরাধিকারাংশ রেখে যায় যে, চিন্তার দ্বারা যদি ভাবা হয়, তখন রুহ থেকে এক স্বাদ আলোকিত হয়, শুকরিয়া আদায় করে। তোমায় আহ কষ্ট আহ্ কি দুঃখ এমনটি বলানোকারী দুঃখ ও অতীতের কষ্ট সমূহ এবং আনন্দ পরায়ণ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রদানকারী অতিবাহিত অবস্থা সমূহ; যা দূরীভূত হওয়ার সাথে রুহের মধ্য সার্বক্ষণিক এক কষ্টমূলক মিরাছ প্রদান করতঃ যখনই তুমি ঐগুলো মনে করবে, ঐ কষ্ট নতুন করে সতেজ হচ্ছে দুঃখ ও আফসোস নতুন করে আবার তৈরী হয়। যেহেতু একদিনের শরয়ী হুকুমের বিপরীত স্বাদের মাঝে এক বছর প্ররোক্ষ কষ্ট সৃষ্টির কারণ হয়। এবং সাময়িক একদিনের জন্যে আগত অসুস্থতার কষ্ট, অনেক দিন সমূহের আধ্যাত্মিক সওয়াবের স্বাদ এর সাথে বরাবর, বিলুপ্ত হওয়া কষ্ট থেকে আগত মুক্তি আর রক্ষাকরণ থেকে আগত আধ্যাত্মিক স্বাদ এখানে বিদ্যমান। তোমার উপর আগত এখনকার এই সাময়িক অসুস্থতার ফলাফলকে এবং ভিতরের সওয়াবের কথা চিন্তা কর। এটাও চলে যাবে, এবং বল অহ!আল্লাহ্ শান্তি পেলাম, অভিযোগের স্থলে শুকরিয়া আদায় কর।

ষষ্ঠ ঔষধঃ (ব্যাখ্যা, প্রাকৃতিকভাবে এই লাম'আটি সংকলিত হওয়ায় ষষ্টতম ঔষধের ক্ষেত্রে দুটি ঔষধ এই নাম্বারে লেখা হয়েছিল। যা তার স্বভাবজাত ভিত্তিকে নাড়াচাড়া না করার জন্যে হুবহু রেখে দেওয়া হয়েছে। হয়তু কোন রহস্য রয়েছে বলে দুইবার ষষ্ট ঔষধ রাখা হয়েছে কোন পরিবর্তন করা হয় নাই।)

হে দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মত্ব থাকা অসুস্থতা থেকে কষ্ট ভোগকারী আমার ভাই! এই দুনিয়াটি যদি চিরস্থায়ী হতো; এবং আমাদের পথে যদি মৃত্যু না হতো এবং বিচ্ছেদ ও বিচ্ছিন্নতার বাতাস যদি না বইত, এবং মুসিবতপূর্ণ ঝঞ্চামযী ভবিষ্যতে আধ্যাত্মিক শীতকাল না হইত, তাহলে আমি ও তোমার সাথে বরাবর তোমার অবস্থার তরে কষ্ট পেতাম। কিন্তু দুনিয়া একদিন আমাদেরকে চল এখান থেকে বের হও এভাবে বলবে, আমাদের ফরিয়াদকে তোয়াক্ষা, ভ্রুক্ষেপ করবে না। তাই দুনিয়া আমাদেরকে বাহিরে নিক্ষেপ করার পূর্বে আমরা এই রোগসমূহ এর দাবী দাওয়ার মাধ্যমে এখন থেকে এই দুনিয়ার মহব্বত থেকে ফিরে যাওয়া একান্ত জরুরী----- সে আমাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার পূর্বে অন্তর্গতভাবে আমরা তাকে ছেড়ে দিয়ে পরিত্যাগ করা আবশ্যকীয়----হাঁ অসুস্থতা এই অর্থ আমাদেরকে সতর্ক করতঃ বলে যে, **তোমার দেহ পাথর থেকে, লোহা থেকে সৃষ্ট নহে**। বরং সার্বক্ষণিক এখান থেকে চলে যাওয়ার উপযোগী বিভিন্ন উপাদান দিয়ে তৈরী একটি শরীর মাত্র। অহংকারকে তরক কর, স্বীয় মুখাপেক্ষীতাকে জানো, মালিককে চেনো, তোমার কর্তব্য সমূহকে জানো, কেন দুনিয়ায় এসেছ ঐ প্রশ্নের উত্তর শেখ, অন্তরের কর্ণ তোমার গোপন বিষয়াদীকে সতর্ক করছে। একইভাবে যেহেতু দুনিয়ার স্বাচ্ছন্দ্যবোধ ও স্বাদ এভাবে সর্বদা চলে না। বিশেষত যদি ইসলামী নীতিমালার বাহিরে হলে যেমনটি সাময়িক তেমনি কষ্টদায়ক, একিভাবে গুনাহপূর্ণ হয়। ঐ আনন্দকে হারানোর পর রোগাক্রান্তের বাহানা দিয়ে কেদোনো। তার বিপরীত অসুস্থতার মধ্যে বিদ্যমান আধ্যাত্মিক ইবাদাত ও পরকালীন সওয়াব এর দৃষ্টিকোণে চিন্তা কর; যাতে তুমি প্রশান্তি পেতে পার।

সপ্তম ঔষধঃ হে সুস্থতার স্বাদকে হারিয়ে ফেলা রোগী! তোমার অসুস্থতা, সুস্থ্যতার নেয়ামত সমূহের স্বাদকে নষ্ট করছে না, উল্টো এটাকে আস্বাদন করাচ্ছে, বৃদ্ধি করাচ্ছে। এজন্যে যে, যদি কোন এক বস্তু সর্বদা

উপস্থিত থাকে তাহলে তার প্রভাবটাকে হারিয়ে ফেলে। এমনকি আহলে হাকিকাতের ঐক্যমতে তারা বলেন যে,

اِنَّمَا الْاَشْيَاءُ تُعْرَفُ بِاَضْدَادِهَا

অর্থাৎ সবকিছুকে তার বিপরীত অবস্থানের সাথে গভীরভাবে প্রণিদানযোগ্য হয়।

যেমন-অন্ধকার যদি না হতো তাহলে আলোর মাহাত্ম অপরিচিত থেকে যায়। বিস্বাদমূলক থেকে যায়। ঠান্ডা না হলে গরমকে বুঝা যায় না। অর্থাৎ স্বাদহীন থেকে যাবে। যদি ক্ষুধার্ত না হয় তাহলে খাবার কোন স্বাদ দিবে না। পেঠের মধ্যে যদি গরম (পিপাসা) না লাগে তাহলে পানি পানের মূল্য থাকে না। একইভাবে **অসুস্থ না হলে সুস্থতার আনন্দকে বুঝা যায় না**। অসুস্থ না হলে সুস্থতা মূল্যহীন থেকে যায়। যেহেতু ফাতিরে-হাকিম মানুষকে সকল প্রকার তার প্রদত্ব দয়াকে অনুভীত করাতে এবং সকল প্রকার নেয়ামতের ধরণসমূহকে আস্বাদিত করাতে এবং মানবজাতিকে সার্বক্ষণিক শুকরিয়া জ্ঞাপন করাতে চাওয়াটা এই ধরায় ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য নেয়ামতের স্বাদ আস্বাদন করবে, পরিচিত হবে, এমন স্থরে অসংখ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে এই মানবকে সজ্জিত করার দ্বারা এটা প্রদর্শন করেন যে, সুস্থতা ও স্বাচ্ছন্দতা যেমন দেওয়া হয়েছে তেমনি অসুস্থতাসমূহকে পীড়া সমূহকে দুঃখ কষ্ট সমূহকে ও দেওয়া হবে। তোমাতে প্রশ্ন রাখছি যে, এই অসুস্থতা তোমার মধ্যে বা হাতে নতুবা যদি পেঠের মধ্যে না হতো তাহলে তুমি মাথার, হাতের, পেটের সুস্থতার মর্ম, স্বাচ্ছন্দময় এলাহীর নেয়ামতকে উপলব্ধি করতঃ কৃতজ্ঞতা কি প্রকাশ করতে? অবশ্যই শুকরিয়া নহে, বরং এভাবে চিন্তাকল্পনাও করতে না অচেতন ঐ সুস্থতাকে গাফিলতীতে হয়তু অবৈধ পথে অপব্যয় করতে।

অষ্টম ঔষধঃ হে আখেরাতের চিন্তায় মগ্ন রোগী! **অসুস্থতা সাবানের ন্যায়, গুনাহ সমূহের নোংরা ধূলিকনাকে পরিষ্কার করে ফেলে, পরিচ্ছন্ন করে**। অসুস্থতাসমূহ, গুনাহ মাফের কাফফারা হওয়াটা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। এবং হাদিসে বিদ্যমান আছে যে, পরিপক্ব ফলদায়ক বৃক্ষের থেকে ঝাকালে যেমন ফলগুলো পড়ে যায়, তেমনি ঈমানদার এক রোগীর রোগের ঝাঁকিতে ও একইভাবে গুনাহ সমূহ ঝড়ে পড়ে (বুখারী, মারাজ ১, ২,)। গুণাহসমূহ চিরস্থায়ী হায়াতের মধ্যে সর্বদা অসুস্থতার রুপে থাকে। এই দুনিয়ার হায়াতে ও কলব, দেহ, রুহ এর জন্যে আধ্যাত্মিক অসুস্থতা রয়েছে তুমি যদি ধৈর্য ধারণ করতঃ কোন অভিযোগ না করো তখন এই সাময়িক অসুস্থতার সাথে সার্বক্ষণিক অসংখ্য অসুস্থতা থেকে নিজেকে মুক্তিবান করতে পারো। যদি তুমি তোমার গুনাহ সমূহকে চিন্তা না করো নতুবা পরকালকে যদি না জানো অথবা আল্লাহকে না চেনো, তাহলে তোমাতে এমন এক জীবিকার অসুস্থতা রয়েছে যে, যা কুটি কুটি গুণ বড়। তোমার মধ্যে থাকা এই সাধারণ ছোট খাটো রোগগুলো থেকে মুক্তির প্রার্থনা কর। কেননা তামাম দুনিয়ার সমগ্র সৃষ্টির সাথে তোমার কলব, রুহ, নফস সংশ্লিষ্টপূর্ণ ধারাবাহিকভাবে বিচ্ছেদ ও বিচ্ছিন্নতার সাথে ঐ সংশ্লিষ্টতাকে কর্তন করতঃ তোমার মধ্যে অসংখ্য ক্ষতের সৃষ্টি হয়। বিশেষতঃ আখেরাতকে না জানার কারণে, মৃত্যুকে চিরস্থায়ী হত্যা মনে করার ধরুন, স্বভাবতঃ ক্ষত-বিক্ষত অবস্থার মধ্যে তোমার দুনিয়াতুল্য অসুস্থ এক দেহ রয়েছে। অতএব, সর্ব প্রথম সীমাহীন ক্ষত ও বড় রকমের রোগে আক্রান্ত আধ্যাত্মিক তোমার দেহের অসংখ্য অসুস্থতাকে বিশুদ্ধ ঔষধ ও সঠিক শিক্ষা প্রদানকারী এবং প্রতিষেধক হওয়া ঈমানের ঔষধ নামীয় ঔষধকে অন্বেষণ করা ও বিশ্বাসের মধ্যে এক সংশোধন প্রয়োজন যে, ঐ ঔষধকে খুঁজে পাওয়ার সংক্ষিপ্ত পথ হল এই বস্তুবাদী অসুস্থতার ক্ষতকারী গাফলতের পর্দার ভিতরে তোমায় প্রদর্শিত মুখাপেক্ষীতার ও দুর্বলতার জানালার দ্বারা এক কাদিরে যুল-যালালের কুদরতের এবং তার রহমতের প্রতি পরিচিত হওয়া। হাঁ, আল্লাহকে যে চিনে না তার দুনিয়া

পরিমাণ বালা-মুসিবত রয়েছে। আল্লাহকে যে চিনে তার তামাম দুনিয়া নুরান্নীত ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তির দ্বারা ভরপুর। স্থর ভেদে ঈমানের ক্ষমতার নিরিখে প্রত্যেকে এই নূরের উপলব্ধি করে। এই ঈমান থেকে আগত আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও শিক্ষা, এবং স্বাদের ভিতরে অসুস্থতার নামে বস্তুবিদ কষ্টসমূহ আবর্তিত হয়ে যায়, শেষ হয়ে যায়।

নবম ঔষধঃ হে স্রষ্টাকে চিন্তেপারা অসুস্থ ব্যক্তি! অসুস্থতা সমূহের থেকে সৃষ্ট কষ্ট, যন্ত্রণা, ভয়কে যদি চিন্তাকরি তাহলে **অসুস্থতা অনেক সময় মৃত্যুর ওসীলা হওয়ার দৃষ্টিতে বিবেচিত হয়**। মউত গাফলতের দৃষ্টিতে এবং বাহ্যিক ক্ষেত্রে ভয়ংকর হওয়ার ধরুন তাহাকে ওসীলা হওয়া অসুস্থ্যতা সমূহ ভয় দেখাচ্ছে। উদ্বেগের কারণ হচ্ছে।

প্রথমত, এটা জানো, অসাধ্যভাবে ঈমান রাখ যে, মৃত্যু নির্দিষ্ট রয়েছে এটাকে পরিবর্তন করা যায় না। অনেক জটিল রোগীদের মধ্যে ক্রন্দনকারী এবং সুস্থদের পাশে যারা রয়েছে তারা মৃত্যুবরণ করেছে আর অন্য দিকে মৃত্যু শয্যা থেকে শিক্ষা পেয়ে সুস্থ জীবনে ফিরে অন্যরাও দুনিয়াতে বসবাস করে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, মৃত্যু কল্পনা বা দেখতে পাওয়ার মত এতটা ভীতিকর নহে, অনেক রিছালা সমূহে অতি মজবুত, সন্দেহাতীত, নিশ্চিত এক পদ্ধতিতে কোরআনে হাকিমের প্রদানকৃত নূরের সাথে প্রমাণ করেছি যে, আহলে ঈমানের জন্যে মৃত্যু, জীবনের দায়ভার থেকে এক ইস্তফা, তেমনি দুনিয়ার ময়দানের পরীক্ষায় শিক্ষা ও সতর্কবার্তার চর্চা হওয়া এক ইবাদতের শেষ প্রান্ত। আবার আখেরাতে গিয়েছে এমন শততে নিরান্নব্বই জন বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়দের সাথে কোলাকোলির জন্যে এক উসিলা। একইভাবে হাকিকি আবাসস্থল ও চিরকালীন সুখের জিন্দেগীতে প্রবেশের এক মাধ্যম, একইভাবে দুনিয়ার এই বন্দিশালা থেকে জান্নাতের বাগানের প্রতি এক দাওয়াত, এমনিভাবে খালিকে-রাহিমের ফজল ও করম থেকে স্বীয় কর্মের বিপরীত মূল্য গ্রহণের এক প্রেক্ষাপট। তাই যেহেতু মৃত্যুর মূল রুপ হাক্বিক্বাতের দৃষ্টিতে এরকম, তাহলে এর প্রতি ভীতিকর রুপে না থাকিয়ে তার ঠিক বিপরীত রহমত ও সুখের এক ভূমিকা স্বরুপ এর দৃষ্টিকোনে থাকানো জরুরী। এমনকি আল্লাহর ওলীগনের একাংশের মৃত্যু থেকে ভয় পাওয়াটা মৃত্যুর ভয়ংকর অবস্থান থেকে নহে, বরং আরও বেশী ফায়দা অর্জনের বাহানা রুপে চিন্তা করতঃ হায়াতের জন্যে অর্পিত দায়িত্ব শেষ হওয়ার ধরুন অতিরিক্ত সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে তাদের এই ভয়। হাঁ, আহলে ঈমানের জন্যে মৃত্যু একটি রহমতের দরজা ছাড়া কিছুই নহে। আবার এটা আহলে দালালাতের জন্যে চিরকালীন এক অন্ধকারাচ্ছন্ন কুপ ছাড়া বৈ কিছু নহে।

দশম ঔষধঃ হে অনর্থক দুশ্চিন্তাগ্রস্থ রোগী! তুমি রোগের দুরুহ, অজস্বী থেকে দুশ্চিন্তা করচ্ছ। আর ঐ দুশ্চিন্তা তোমার অসুখকে আরও ভারি করে তুলছে। যদি তুমি তোমার রোগকে স্বাভাবিক করতে চাও তাহলে ব্যাকুলতা না করতে চেষ্টা কর। অর্থাৎ **অসুস্থতার উপকার সমূহকে, সওয়াবকে এবং দ্রুত রোগ মুক্তি মিলবে এমনটি, চিন্তা করো**। দুঃখকে পরিহার করে রোগের ভিত্তিমূলসহ উপড়ে ফেলো। হাঁ, বিষাদ রোগকে দ্বিগুণ করে ফেলে। যা মানসিক রোগের মধ্যে অবস্থান করতঃ আধ্যাত্মিক এক অসুস্থতা অন্তরে প্রদান করে। যার ফলে মানসিক রোগ দুশ্চিন্তার উপর অবস্থান করতঃ কাজ চালিয়ে যায়। আর যদি সমর্পনের মাধ্যমে, সন্তুষ্টির দ্বারা, অসুস্থতার হিকমত কে চিন্তা করতঃ যদি এ বিষন্নতা চলে যায় তাহলে তখন ঐ বস্তুবীদ রোগের গুরুত্বপূর্ণ এক ভিত্তিকে কর্তন করা হয়। রোগ পাতলা হয়, অংশ বিশেষ চলে যায়। বিশেষত: সংশয় সমূহের

দ্বারা এক দিরহাম পর্যন্ত রোগ বাড়ে, বড় হয়। উৎকণ্ঠাকে কর্তন করার সাথে ঐ অসুস্থতা দশ অংশের নয় অংশ চলে যায়। বিষন্নতা রোগকে বৃদ্ধিকরার ন্যায় এলাহির হিকমতকে অপবাদ এবং এলাহির রহমতকে বিদ্রূপ এবং খালিকে-রহিমের প্রতি অভিযোগের ন্যায় গণ্য হওয়াতে বিপরীত উদ্দেশ্য থাকার ধরুন চড় খায়। অসুস্থতাকে বৃদ্ধি করে। **হাঁ, যেমনটি শুকরিয়া জ্ঞান নেয়ামতকে বাড়িয়ে দেয়...... ঐভাবে ও অভিযোগ রোগকে, মুসিবতকে বাড়িয়ে দেয়। আবার বিষন্নতা, দুশ্চিন্তাগ্রস্ততাও নিজে একটি রোগ**। এর ঔষধ হল অসুস্থতার হিকমতকে জানতে পারা। যেহেতু রোগের হিকমতকে, তার ফায়দা কে জেনে নিয়েছ, তখন ঐ ঔষধকে বিষন্নতার গায়ে লাগিয়ে আহ এর স্থলে অহহ বলো। নিরাশা গ্রস্থতার স্থলে আলহামদুলিল্লাহি-আলা-কুল্লিহাল বলো (সর্বাবস্থায় সমস্থ প্রসংশা আল্লাহর)।

এগারতম ঔষধঃ হে অধৈর্য, অসুস্থ আমার ভাই! অসুস্থতা, উপস্থিত এক কষ্ট তোমায় প্রদানের সাথে পূর্বের অসুস্থতা থেকে আজ পর্যন্ত ঐ বিগত অসুস্থতা চলে যাওয়ার ধরুন যে আধ্যাত্মিক স্বাদ আস্বাদন এবং এক সওয়াবের রুহানী স্বাদ তোমাকে প্রদান করছে তার কথা স্বরণ কর। আবার আজকের এই দিন থেকে বরং এই ঘন্টা থেকে নিয়ে হয়তো তারপর, আর রোগ থাকবে না আর না থাকায় কোন কষ্ট ও নেই আর কষ্ট না হলে তো আর বিষন্নতা থাকার কথাও নয়। **আসলে ত্রুটিপূর্ণ এক পদ্ধতিতে সংশয় করায় তোমার মধ্যে অধৈর্যতা আসছে**। কেননা আজকের পূর্বের সমস্থ অসুস্থতা চলে যাওয়ার সাথে তোমার কষ্ট ও চলে গিয়েছে। যার ফলে কেবল স্বীয় অর্জিত সওয়াব এবং বিলুপ্তির স্বাদ রয়ে গেছে। এখন তোমায় যখন লাভ ও প্রশান্তি প্রদানের সময়, তখন পূর্বের রোগ, পূর্বের কষ্টকে মনে করে করে বিরক্ত হওয়া এবং ধৈর্যহীনতার পরিচয় দেওয়া পাগলামী ছাড়া, কিছুই নহে। ভবিষ্যতের দিনগুলো তো এখনো আসে নাই। ঐগুলোকে এখন থেকে চিন্তা করতঃ না হওয়া একটি দিনে, নেই হওয়া এক অসুস্থতা থেকে, অনুপস্থিত এক কষ্ট থেকে, কল্পনার সংশয়ের সাথে চিন্তা করতঃ কষ্ট পাওয়া, ধৈর্যহীনতা প্রদর্শন করাটা তিন অদৃশ্যকে মিথ্যা কল্পনায় দৃশ্যায়িত করে এদের দেহে রং মাখানো ও পাগলামী ছাড়া আর কিই-বা হতে পারে? যেহেতু এই ঘন্টার পূর্বের সময়কার রোগ এখন আনন্দময় হয়ে আছে। এবং যেহেতু এখনকার পরের সময়ের রোগ অদৃশ্য, সময় অদৃশ্য, কষ্টও অদৃশ্য। তাই তুমি জনাবে হক্ব আল্লাহর প্রদত্ব সমস্থ ধৈর্য ক্ষমতাকে এদিক সেদিক চিন্তা করতঃ অপচয় না করে, এই মুহুর্তের কষ্টের বিপরীত ব্যবহার কর "ইয়া সাবুর" বলো এই যিকিরের দ্বারা ধৈর্য ধারণ কর।

বারোতম ঔষধঃ হে অসুস্থতার কারণে ইবাদাত বন্দেগী থেকে মাহরুম থাকা এবং ঐ বঞ্চনা থেকে ব্যথিত হওয়া অসুস্থ ব্যক্তি! জেনে রাখো যে, হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত যে "মুত্তাক্বি এক মু'মীন, অসুস্থতার কারণে সবসময় চালিয়ে যাওয়া যিকির আযকারকে চালাতে না পারলেও অসুস্থতার বেলায় সে তা অর্জন করতে পারে (বুখারী, জিহাদ-৪৩১)। ফরজ ইবাদতকে, সাদ্যমত আদায়কারী কোন রোগী সবর ও তাওয়াক্কুল এর সাথে এবং ফরজ কর্ম সমূহকে আদায় করার সাথে ঐ কষ্টকর অসুস্থতার বেলায় অন্যান্য সুন্নাত সমূহের স্থলে যেমন বিশুদ্ধ কোন খালিছ নিয়তের দ্বারা ঐ সওয়াবও সে অর্জন করতে পারে । একইভাবে **অসুস্থতা, মানুষের মধ্যকার দরিদ্রতাকে, অক্ষমতাকে উপলব্ধি করায়**। ঐ অভাবের ভাষায় এবং অক্ষমতার ভাষায় পরিস্থিতির চলনে ও কথায় তা এক দোয়ায় রুপ প্রদান করায়। জনাবে হক্ব মানুষকে অসীম এক অক্ষম ও সীমাহীন এক দূর্বলতা প্রদান করেছেন........ যাতে করে সার্বক্ষণিক এক পন্থায় এলাহির দরগাহে আশ্রয় প্রার্থনা করতঃ দোয়া করে, তার কাছে চায়।

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّى لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ

অর্থাৎ- বলুন যদি তোমরা দোয়া না কর আমার আল্লাহ কোন পরওয়া করেন না। (ফুরকান-৭৭)

আলোচ্য আয়াতের রহস্য অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টির হিকমত এবং সৃষ্টির সেরা হওয়ার কারণ আন্তরিক দোয়া ও যিকিরের মাধ্যম হিসেবে অসুস্থতা হওয়াটা এই দৃষ্টিতে অভিযোগ নহে বরং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা এবং অসুস্থতার মাধ্যমে প্রবাহমান দোয়ার ঝরনাকে, সুস্থতাকে কর্তন করতঃ বন্ধ না করা জরুরী। দোয়া চলতে থাকা জরুরী।

তেরোতম ঔষধঃ হে অসুস্থতায় অভিযোগকারী অসহায় ব্যক্তি! অসুস্থতা কারও জন্যে মূল্যবান এক খনী এবং যেটা অতি তাৎপর্যময় এলাহীর এক উপঢৌকন। সকল রোগী স্বীয় রোগকে ঐ মাহাত্মপূর্ণতার ধরণ থেকে অনুভবমূলক রুপ দিতে পারে। যেহেতু মৃত্যুকাল আমাদের জ্ঞাত নহে, যা জনাবে হক্ব মানুষকে সাধারণ হতাশা ও গাফলত থেকে রক্ষা করার জন্যে ভয় ও আশা এর মধ্যখানে এবং যেমন দুনিয়া তেমনি আখেরাতকে হেফাজত করার দৃষ্টিতে ধারণ করার জন্যে চরম হিকমতের সাথে মৃত্যুক্ষণকে অজানা রেখে দিয়েছেন। আর যেহেতু যে কোন সময় মৃত্যুর ডাক আসবে ----আর মানব গাফলতের অবস্থায় মারা গেলে তখন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। তাই মৃত্যুকে অজানা রাখা হয়েছে।

অসুস্থতা গাফলতকে দূরে ঠেলে দেয়, পরকালকে চিন্তা করায়। মৃত্যুকে স্বরণ করিয়ে দেয়। আর দুনিয়ার মায়া ছাড়ার জন্য এভাবে তৈরী করে। অনেক লোক এমন রয়েছে যে, বিশ বছরে যা অর্জন করা যায় না বিশ দিনে ঐ পর্যায়ের মর্তবা অর্জন করে ফেলে।

মোটকথা, আমাদের বন্ধুদের থেকে আল্লাহ তাদের প্রতি রহমত বর্ষন করুন দুইজন যুবক ছিল। একজন হল সাবরি পরের জন হল ইসলাম গ্রামের উজিরপুত্র মুস্তফা। এই দুই ব্যক্তিত্ব আমার ছাত্রদের মধ্য থেকে বখলম (নিরক্ষর) হওয়ার অবস্থায় একনিষ্ঠতায় ও ঈমানের খেদমতে অনেক উচ্চস্থরে তাদের অবস্থান হওয়াটায় আমি আশ্চর্যে থাকতাম। ....হিকমত কি জানি নাই। তাদের মৃত্যুর পর বুঝতে পারলাম যে, দুনোজনের মধ্যে খুবই বিস্ময়কর অসুস্থতা ছিল। এই অসুস্থতার সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণিত যে, অন্যান্য গাফিল ফরজ তরককারী অনেক যুবকদের বিপরীত একান্ত গুরুত্বপূর্ণ তাক্বওয়া এবং খেদমতের মধ্যে এবং পরকালীন ফায়দাকারী এক অবস্থাকে তারা আদিষ্টিত ছিল। ইনশা-আল্লাহ দুই বছরের অসুস্থতার কষ্ট কুটি কুটি বছরের চির সৌভাগ্যের হায়াতের সুখের কারণ হয়েছে। আমি তাদের অসুস্থতার জন্যে কৃত দোয়া সমূহ এখন বুঝতেছি যে, ঐ দোয়াগুলো দুনিয়ার বিবেচনায় বদ দোয়া হয়েছিল। ইনশা-আল্লাহ আমার ঐ দোয়া পরকালীন সুস্থতার জন্যে কবুল হয়েছে।

সুতরাং এই দুই সত্ত্বা, আমার বিশ্বাস যারা, দশ বছরী তাক্বওয়ার মাধ্যমে আসমানের ফায়দা তারা অর্জন করেছে (হাকিম,মুস্তাদরাক-১/৪৩৪) যদি তারা দুইজন এক প্রকার যুবকদের ন্যায় তাদের যৌবন ও সুস্থতাকে বিশ্বাস করতঃ যদি গাফলত ও মন্দ পথে তারা ব্যায় করত, তাহলে মৃত্যু ও তাদের অনুকরণে ঠিক গুনাহের কাজে ডুবন্ত অবস্থায় তাদেরকে আক্রমণ করতঃ যা ঐ নূরের খনীর স্থলে তাদের কবরসমূহে সাপ ও বিচ্ছুদের ক্ষেত্র হয়ে যেত। এখন যেহেতু অসুস্থতার ফায়দাসমূহ রয়েছে,বুঝে আসছে। তাই অসুস্থতার জন্যে অভিযোগ নহে তাওয়াক্কুল, সবর, এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের দ্বারা রহমতে এলাহির-প্রতি ভরসা করা একান্ত জরুরী।

চৌদ্দতম ঔষধঃ হে চোখে, পর্দায় আবৃত রোগী। যদি তুমি জানো যে, আহলে ঈমানের পর্দার অন্তরালে কেমন নুর ও আধ্যাত্মিক এক চক্ষু বিদ্যমান আছে, তাহলে তুমি বলতে বাধ্য হবে যে, লক্ষবার শুকরিয়া আদায় করি আমার রব্বে-রাহিমের। এই প্রতিষেধকের ব্যাখ্যার জন্যে একটি ঘটনা বলব। এটা এমন যে, আমার আট বছর বিরক্তিহীন, বিরামহীনভাবে খেদমতকারী বারলার সুলায়মানের খালার এক সময় তাহার চক্ষু অন্ধ হয়ে যায় আর ঐ সালিহা মহিলা, আমার ব্যাপারে সীমা থেকে শতগুণ বেশী উত্তম ধারণা করতঃ "আমার চক্ষু যেন আবার খুলে যায়। এই জন্যে দোয়া করো" এভাবে মসজিদের দরজায় পৌছে বলিলেন। আর আমিও ঐ সৎকর্ম পরায়ণ এবং খোদাপ্রেমে মত্ত এই মহিলার একনিষ্ঠ দ্বিনদারীকে আমার দোয়ায় সুপারিশকারী করে "হে আমার রব তাহার সালাহাতের ওসিলায় তাহার চক্ষুকে আপনি ভাল করে দেন, বলে একান্ত প্রার্থনা করলাম। পরের দিন বুরদুর থেকে আগত ডাক্তার আসলে তাহার চক্ষু ভাল হয়ে যায়। চল্লিশ দিন পরে আবার চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়। আমি প্রচন্ড বিষন্নতায় ভোগলাম। প্রচুর দোয়া করলাম। ইনশাআল্লাহ ঐ দোয়া আখেরাতের জন্যে গ্রহণীয় করেছেন। নতুবা আমার ঐ দোয়া তাহার ব্যাপারে এক বদদোয়া হয়ে যেত। কেননা মৃত্যুর আগমনের চল্লিশ দিন বাকি ছিল। চল্লিশ দিন পরে আল্লাহ রহমত বর্ষন করুন-দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

সুতরাং ঐ মরহুমা, চল্লিশ দিন বারলার খাজীনালব্ধ বাগীচাবলীতে শেষ বয়সের চক্ষু থেকে দুঃখ বেদনার বদলে কবরের মধ্যে, জান্নাতি বাগান সমূহের বেলায় চল্লিশ হাজার দিন সমূহের স্বাচ্ছন্দতার সুযোগ অর্জন করেছেন। কেননা তাহার ঈমান মজবুত এবং দ্বীনদারীতে তিনি ছিলেন উচ্চ মাকামের।

হাঁ, কোন মু'মীনের চক্ষুর পর্দা যদি পড়ে যায়, আর অন্ধ অবস্থায় কবরে যায়, তাহলে তার স্থরভেদে আহলে কবর, যারা আছেন তাদের থেকে অনেক উচ্চ মর্তবায় নুরের সংস্পর্শ পেতে পারে। এই দুনিয়াতে আমরা যেমন অনেক বস্তু সমূহ দেখি যে, দুর্ভাগ্যবশত অন্ধরা কিছুই দেখতে পায় না। কবরে ঐ মু'মীন অন্ধরা যদি ঈমানের সাথে যেতে পারে তাহলে আহলে কবর থেকে ঐ পরিমান আরও বেশি দেখতে পাবে। সর্বোচ্চ দূরে প্রদর্শনকারী দূর্বীনের দেখার ক্ষেত্রে কবরেও স্থলভেদে জান্নাতের বাগান সমূহকে সিনেমার মতো দেখে তারা আনন্দ উপভোগ করবে।

অতএব এমনটি অতি নূরান্বীত এবং মাটির নিচে অবস্থানকালে আসমানসমূহের মধ্যকার জান্নাতকে দেখতে পাবে। এবং দেখতে পাওয়া এক নূরের চক্ষু এই চোখের পর্দার ভিতরে এই ক্ষমতা শুকরিয়া ও সবর এর মাধ্যমে তুমি পেতে পার। **তখন তোমার মধ্যে চামড়ার চক্ষু তুলে দিয়ে নুরের পর্দার চক্ষু তোমায় দেওয়া হবে আর তা হল ঐ কোরআনে কারিম**।

পনেরতম ঔষধঃ হে আহ্ উহ্ উচ্চারণকারী রোগী। অসুস্থতার দিকে লক্ষ করে আহ্! এমনটি বলো না। অসুস্থতার গভীর অর্থকে বুঝতে চেষ্টা কর এবং অহ্! বলো যদি রোগের মর্মকথা উপকারী না হতো, তাহলে দয়াময় স্রষ্টা তার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি বান্দাকে অসুস্থতা দিতেন না। অথচ সহিহ হাদীসে বিদ্যমান আছে যে,

اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَوْلِيَاءُ اَلْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ

(তাবরানী সহীহ জামে ছগীর-১০০৫)

নতুবা যেমন রাসূল (স:) বলেছেন অর্থাৎ "সবচেয়ে বিপদ-আপদের মধ্যে গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিরা, মানবের মধ্যে সর্বোচ্চ ভাল যারা সর্বোচ্চ কামিলরাই" প্রথমে হযরত আইয়ুব আলাইহিসসালাম, আম্বিয়াগণ," পরে ওলিগন এবং পরে ধার্মিকগণ যারা তাদের ক্ষেত্রে আগত অসুস্থতাসমূহকে একেকটি বিশুদ্ধ ইবাদাত, একেকটি হাদিয়ায়ে-রহমানিয়ার দৃষ্টিতে তারা দেখেছেন। তারা সবরের মধ্যে শুকরিয়া আদায় করেছিলেন। খালিকে-রাহিমের রহমত থেকে আগত এক ক্ষতের অস্ত্রোপাচারের ন্যায় তারা অনুভব করেছেন। তুমি হে আহ্ উহ্ প্রকাশকারী অসুস্থ ব্যক্তি। এই নুরান্নীত কাফেলার সাথে যদি যোগ দিতে চাও তাহলে সবরের মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় কর। নতুবা যদি অভিযোগের সুর প্রকাশ কর, তাদের কাফেলায় তোমায় নিবেন না। উদাসীনদের গর্তে নিমিজ্জিত হবে। অন্ধকারাচ্ছন্ন এক পথে তুমি যাবে। হাঁ, রোগের একটি প্রকার রয়েছে যে, যদি মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছায় আধ্যাত্মিক শহিদের হুকুমকে বিবেচিত হয়ে আল্লাহর ওলীর মর্তবায় আদিষ্টিত করা হয়। মোদ্দাকথা সন্তান প্রসবের কারণে সম্পর্কিত রোগসমূহ (* **ব্যাখ্যা**- এই রোগের কারণে শহীদের মর্যাদা অর্জন চল্লিশ দিন পর্যন্ত, যা নারীদের অসুস্থতার সাথে জড়িত বিদ্যমান থাকে) এবং পেটের অসুস্থতাজনিত ব্যথায় পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে, এবং মহামারীতে ওফাত, যার কারণে তারা শহীদী মর্তবায় গণ্য হওয়ার ন্যায় অসংখ্য মুবারাক অসুস্থতা রয়েছে যে, যা ওলীদের স্থরে পর্যন্ত নিয়ে পৌছায়। একই ভাবে **রোগ, দুনিয়ার প্রেমে ও তার সাথে সংশ্লিষ্টতাকে কমিয়ে দেওয়ার ফলে মৃত্যুর সাথে দুনিয়া থেকে দুনিয়ামুখী ব্যক্তির জন্যে অতি কষ্টকর ও যন্ত্রণা হওয়া পীড়ার প্রভাবকে পাতলা করে ফেলে। মাঝে মাঝে রোগীর জণ্যে মৃত্যুকে প্রিয় করে তুলে।**

ষোলতম ঔষধঃ হে সমস্যামুখী অভিযোগকারী অসুস্থ রোগী! **অসুস্থতা মানব সমাজের হায়াতের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং অতি উত্তম হওয়া শ্রদ্ধা ও করুনার উৎসাহ উদ্রেক করে। কারণ মানুষকে জন্তুমুখী ও নির্দয়রুপে তুলে ধরাকারী সীমালঙ্ঘনতা থেকে রক্ষা করে**। কেননা-

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى * اَنْ رَاٰهُ اسْتَغْنٰى

সত্যি সত্যি মানুষ সীমালংঘন করে,এ কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। (আলাক্-৬-৭)

আলোচ্য আয়াতাংশের মর্মবাণী থেকে বুঝা যায় , সুস্বাস্থ্য ও সরলতা থেকে আগত আত্মঅহংকারী সীমাসংঘনতা থেকে আসা এক নফসে-আম্মারা যা অনেক সম্মানের জায়গা ভাইদেরকে মর্যাদা দান করাটাকে উপলব্ধি করে না। এবং সম্মানের পাত্র এবং সহানুভূতি হওয়া বিপদে সম্মুখীনদের প্রতি এবং অসুস্থ হয় ঐ রোগে ব্যাক্তিতার অভাব ও দরিদ্রতাকে বুঝে। এবং শ্রদ্ধাবাজনদের সম্মান করণের ক্ষেত্রে সম্মান প্রদর্শন করে। রোগীকে দেখতে আসা এবং তাকে সাহায্য কারীদের আগমনে শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন করে। এবং মানবতাবোধ থেকে নির্গত মানবের প্রতি সহানুভূতি এবং গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী আচরণ হওয়া বিপদগ্রস্থদের সম্মুখে দয়া অনুভব করতঃ তাদের অবস্থা স্বীয় ক্ষেত্রে যুক্তি খাটিয়ে পূর্ণ দুঃখ উপলব্ধি করে, শাফক্বাত প্রদর্শন করে। ক্ষমতা অনুযায়ী সাহায্যের হাত বাড়ায়। কিছুই না থাকলে দোয়া করে, অবস্থা জিজ্ঞেসের জন্যে দেখতে যায়। সওয়াব অর্জন করে।

সতেরতম ঔষধঃ হে অসুস্থতার কারণে উত্তমকর্মে ব্যস্থ না হতে পেরে অভিযোককারী রোগী। শুকরিয়া আদায় করো। পূণ্যকর্মের, একান্ত খালিস কর্মের দরজাকে তোমার জন্যে খোলে দেওয়াকারী হল এই অসুস্থ্যতা। **অসুস্থতা ধারাবাহিকভাবে রোগীকে ও আল্লাহর জন্যে রোগীর খেদমতকারীদেরকে সওয়াব অর্জন করানোর**

পাশাপাশি দোয়ার গ্রহণীয়তার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম স্বরুপ। হ্যাঁ, রোগীদের কে দেখাশুনা করা আহলে ঈমানের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ সওয়াব রয়েছে। রোগীদের অবস্থা জিজ্ঞেস করা এবং কেবল রোগীকে বিরক্ত না করার শর্তে তাহাকে দেখতে যাওয়া এটা মাহাত্মপূর্ণ এক সুন্নতে নব্বী (সঃ) * (বুখারী ইলিম-৩৯) গুনাহের কাফফারা হবে হাদিসে উল্লেখ রয়েছে যে রোগীদের দোয়া তোমরা গ্রহন করো তাদের দোয়া অনেক গ্রহণযোগ্য। (* ইবনে মাজাহ জানাইজ-১)!

বিশেষত; রোগী যদি আত্মীয়-স্বজন থেকে হয়ে থাকেন এর চেয়ে আরও নিকটের তথা পিতা-মাতা যদি হোন, তাহলে তাহাদের খেদমত করাটা অত্যান্ত এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। গুরুত্বপূর্ণ সওয়াব বিদ্যমান। রোগীদের অন্তরে প্রশান্তিমূলক অবস্থানকারী; হাসি খুশিময় প্রফুল্লতা প্রদানকারীর কর্ম গুরুত্বপূর্ণ এক সাদকার হুকুমে অন্তর্ভূক্ত হয়। সৌভাগ্যবান ঐ সন্তান যে, পিতা-মাতার অসুস্থতার সময় তাদের ভারাক্রান্ত অন্তরসমূহকে আনন্দ খুশি প্রদান করতঃ উত্তম দোয়া সমূহকে অর্জন করে। হাঁ, সামাজিক জীবনে একান্ত সম্মানি ব্যক্তি হলেন বাবা ও মায়ের সহানুভূতির বিপরীত অসুস্থতার বেলা পূর্ণাঙ্গ খেদমতকৃত তাদের সম্মান প্রদর্শন এবং দয়া মহানুভূতির সাথে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ঐ উত্তম সন্তানের অবস্থানকে, এবং মানবতার উচ্চ লেবেলকে প্রদর্শনকারী ঐ ব্যাকুল শিষ্টাচারিতার সম্মুখে ফিরিস্তারাও মাশা-আল্লাহ,বারাকাল্লাহ বলে হাত তালি দিচ্ছেন। হাঁ, অসুস্থ্যতার কালে রোগের যন্ত্রণাকে শেষ করে দেয় এমন খুশি ও আনন্দ প্রজ্ঞতা চারিদিকে ফুটিয়ে উটা সহানুভূতি সমূহ থেকে এবং কষ্টকর ও দয়া প্রবণতা থেকে আগত অনেক স্বাদসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। রোগীর দোয়ার গ্রহণীয়তা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস-আলা।

আমি ৩০-৪০ বছর যাবৎ আমার মধ্যে কুলুনচ নামীয় একটি রোগের জন্যে দোয়া করছিলাম। আমি বুঝলাম যে অসুস্থতা দোয়ার জন্যে দেওয়া হয়েছে। দোয়ার মাধ্যমে ঔষধ, অর্থাৎ দোয়া নিজে থেকে নিজেকে সুস্থতায় না আসার ধরুন বুঝলাম যে, দোয়ার ফল আখেরাতে রয়ে গেছে। দোয়া নিজে এক প্রকার ইবাদত এবং অসুস্থতার দ্বারা অক্ষমতাকে বুঝতে পেরে দরগাহে-এলাহীর কাছে আশ্রয় চায়। এই জন্যে ত্রিশ বছর শিফা পাওয়ার আশায় কৃত দোয়ার অবস্থা যা বাহ্যিক গ্রহণ না হওয়ার তরে দোয়াকে ছেড়ে দেওয়া আমার অন্তরে আসে নাই। যদিও, অসুস্থতা ঠিক দোয়ার ঠিক সময়কাল পরিত্রাণ দোয়ার ফল নহে। বরং জনাবে হক্কে রাহীম যদি শিফা দেন তার অনুগ্রহ থেকে প্রদান করেন। একইভাবে দোয়া আমাদের চাওয়ার পদ্ধতিতে কবুল যদি নাও হয় তবে মাকবুল,কবুল হয় নাই বলা যাবে না। খালিকে-হাকিম আরও ভাল যানেন। আমাদের জন্যে উত্তম যাই আছে তাই দান করেন। অনেক সময় দুনিয়ার সাথে জড়িত আমাদের দোয়া সমূহ আমাদের ফায়দার জন্যে আখেরাতে তার রুপান্তর হয়। আর ঐভাবে কবুল করা হয়।

যাই হোক না কেন, রোগের রহস্যের দ্বারা এখলাসের ক্ষমতা অর্জনকারী বিশেষত দূর্বলতা ও অক্ষমতা থেকে এবং যিল্লতি ও মুখাপেক্ষীতা থেকে আগত একটি দোয়া গ্রহণের ক্ষেত্রে খুবই কাছাকাছি অসুস্থতা এরকম খালিছ দোয়ার জন্যে এক কারণসুলভ। একই ভাবে দ্বীনদ্বার কোন রোগী একইভাবে রোগীদের দেখাশুনাকারীদের থেকে দোয়া নেওয়া জরুরী।

আঠারতম ঔষধঃ হে কৃতজ্ঞতা ছেড়ে দিয়ে অভিযোগে মত্ব রোগী! **অভিযোগ অধিকার থেকে আসে, তোমার তো কোন অধিকার খর্ব হয়নি যে, যাতে তুমি অভিযোগ করতে পারবে। বরং তোমার উপরে অনেক শুকরিয়া**

আদায়ের অধিকার রয়েছে যা তুমি আদায় করোনি। জনাবে হক্ব আল্লাহর হক্বকে আদায় না করে, অবৈধভাবে হক্বের দাবী করার ন্যায় অভিযোগ করছ। তুমি তোমার উপরের স্থরের অবস্থানীদেরকে লক্ষ করতঃ অভিযোগ করতে পার না। বরং তুমি তোমার চেয়ে অবস্থানের ক্ষেত্রে নিম্নমুখী কাউকে লক্ষ করে ঐ অসহায় লোকটার দিকে থাকিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে তুমি বাধ্য থাকিবে।

যদি তোমার হাত ভাঙ্গা হয় তাহলে তুমি কর্তনকৃত বা হাত নাই এর দিকে থাকাও! যদি তোমার চক্ষু একটা না থাকে তাহলে দুনো চোখ নাই এমন ব্যক্তির দিকে থাকাও। আর মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর। হাঁ, অবশ্যই নেয়ামতের দৃষ্টিতে স্বীয় প্রেক্ষাপট থেকে উন্নত অবস্থাশীলের দিকে থাকিয়ে অভিযোগ করার কাহারও কোন অধিকার নেই। এবং মুসিবতে সকলের অধিকার স্বীয় স্থলে মুসিবতের দৃষ্টিতে আরও বেশি বিদপগ্রস্থদের লক্ষ করা জরুরী যে, যাহাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায়। এই মর্মকথা অনেক রিছালাতে এক উদাহরণে ফুটিয়ে তুলা হয়েছিল। সারমর্ম হল এই যে, এক ব্যক্তি এক অভাবী লোককে একটি মিনারার উচ্চ শিখরে উঠাচ্ছে। আর মিনারার প্রত্যেক ধাপে পৃথক পৃথক পুরুস্কার, দেওয়া হয়। সর্বোচ্চ শিখরে গত ব্যক্তিকে সবচেয়ে দামী উপহার দেওয়া হয়। ঐ ভিন্নমুখী উপহারের ঠিক বিপরীত কৃতজ্ঞতা এবং দোয়া চাওয়ার অবস্থায়.....ঐ লোভী জেদী লোকটি সমস্থ এই ধাপ সমূহের হাদিয়াবলীকে ভূলে গিয়ে নতুবা এগুলো কিছুই নহে এমনটি ভেবে, হিসেব করে তার উপরে সে থাকাচেছ। আর বলে যে আহ্ যদি এই মিনারা আরও উঁচু হতো তাহলে আরও উপরে আমি যেতাম। কেন যে ঐ পাহাড়ের ন্যায় নতুবা ঐ অন্য মিনারার ন্যায় উচ্চ নহে বলে যদি অভিযোগ করা শুরু করে তাহলে কি পরিমাণ এক নেয়ামতের অস্বীকার এবং অন্যায় আচরণের প্রকাশ ঘটায়। একইভাবে একজন মানুষ বিলুপ্তি থেকে অস্থিত্বে আসা পাথর না হয়ে, গাছ না হয়ে পশু না হয়ে মানুষ হয়ে মুসলমান হিসেবে বেশির ভাগ সময় সুস্বাস্থ্যবান ও সবল থেকে উচ্চ পর্যায়ের এক নেয়ামতের উপার্জনকারী হওয়ার অবস্থায়, অনেক কিছুকে, সুস্বাস্থ্য ও সরলতার ন্যায় অনেক নেয়ামত সমূহকে অনুপযুক্ত দেখতে পাওয়ায় অথবা মন্দ ইচ্ছাপোষণের সাথে বা মন্দ ব্যবহারের কারণে হাতছাড়া হওয়ায় বা হাতে না পৌছার কারণে অভিযোগ এর সুরে কথা বলে, ধৈর্যহীনতার পরিচয় দিয়ে, আহ কি করলাম কেন যে আমার এমনটি হল এভাবে বলে রুবুবিয়্যাতে এলাহীকে অবহেলার ন্যায় এক অবস্থা যা বস্তুবাদী অসুস্থতা থেকে আরও জগন্য বিপদ নিঃসন্দেহে একটি আধ্যাত্মিক অসুস্থতা। **ভাঙ্গা হাত নিয়ে ঝগড়া করার ন্যায় অভিযোগের সাথে পীড়াকে আরও বাড়িয়ে দেয়**। বুদ্ধিমান তো সেই লোক যে,

* اَلَّذِينَ اِذَٓا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُٓوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّٓا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ (বাকারা -১৫৬)

আলোচ্য আয়াতের মর্মবাণীর সাথে আত্মসমর্পন করতঃ যেন ধৈর্য ধারণ করে যাতে করে ঐ অসুস্থতা তার কাজ শেষ করে সে চলে যায়।

উনিশতম ঔষধঃ জামিলে যুল-জালালের সমস্থ গুণবাচক নাম সমূহকে আসমাউল-হুসনা আল্লাহর সামাদীয়তের দ্বারা বুঝা যায় যে খুবই সুন্দর। সৃষ্টিকুলের মধ্যে একান্ত মনোরম, মনোহর এবং সার্বজনীনপূর্ণ আয়নায়ে-সামাদীয়াত হল হায়াত। সুন্দরের আজানাটা ও সৌন্দর্যপূর্ণ হয়। সৌন্দর্যের সুন্দর্য প্রদর্শনকারী আয়না সুন্দরই হয়। ঐ আয়নার কাছে ঐ সুন্দর থেকে যায়, আসে না এমন কোনো সুন্দর হওয়ার ন্যায় হায়াতের মধ্যেও যা আসে হাকিকাতের দৃষ্টিকোনে সেটাও সুন্দর। কেননা সুন্দর হওয়া সৃষ্টি ঐ আসমাউল-হুসনার সুন্দর নকশাবলীকে প্রদর্শন করে। **হায়াত যদি সর্বদা সুস্বাস্থ্যবান ও সরলভাবে এক অবস্থায় চলতে থাকে তাহলে হায়াত ত্রুটিপূর্ণ এক আয়না বিবেচিত হবে**। বরং এক ক্ষেত্রে বিলোপ ও বিলুপ্তি এবং নিঃশেষতাকে অনুভব

করতঃ সমস্যাময়ী বেদনা দেয়। হায়াতের মূল্যকে হ্রাস করে ফেলে। জীবনের স্বাদকে বিস্বাদে রুপান্তরিত হয়। তাড়াতাড়ি সময় যেন অতিবাহিত হয় এ জন্যে সমস্যা হয়, অশ্লীলতায় নতুবা ফুর্তি-আমোদে ব্যায় করে। জেলখানার সময়ের ন্যায় মূল্যবান হায়াতের প্রতি শত্রুতা করতঃ দ্রুত হত্যা করতঃ পার পেতে চায়। কিন্তু কল্পনায় ও চলনে এবং পৃথক পৃথক হাল অবস্থার মধ্যে প্রদক্ষিত চাকার যাতাকলে হওয়া এক হায়াত তার মূল্যকে অনুভব করে। জীবনের মূল্যায়নে ও তার স্বাদকে অবহিত করে। এমন জীবন, কষ্ট ও মুসিবতের মধ্যেও যদি হয় তাহলে হায়াতের দ্রুত গত হওয়াটা চায় না। আহ্ সূর্য ডোবে নাই, অথবা রাত শেষ হয় নাই এমনটি বলে সমস্যাবলী থেকে উফ উফ করে নিরাশ হচ্ছে না।

হাঁ, অতি ধনী এবং কর্মহীন, বিলাসিতার জীবনে আবদ্ধ এমন কোন জনাব কে জিজ্ঞেস কর; কি অবস্থায় আছেন? তাহলে অবশ্যই আহ্ সময় যাচ্ছে না, আস (শেষবেশ নামী) খেলা খেলাই। নতুবা সময় অতিক্রান্ত করার জন্যে কোন আনন্দ ফুর্তিতে আবদ্ধ হই। এরকম কষ্টকর কথাবার্তা তার থেকে শুনতে পাবে-----অথবা অপ্রয়োজনীয় রুচি থেকে উদ্ভূত আমার এই জিনিসটি নাই, আহ যদি ঐ কাজটা করতে পারতাম এর ন্যায় অসংখ্য অভিযোগ সমূহকে শুনতে পাবে।

আবার কোন বিপদগ্রস্থ অথবা শ্রমিক এবং কঠোর পরিশ্রমে অতিবাহিতকারী কোন গরীবকে জিজ্ঞেস করো, দিন কেমন যাচ্ছে তোমার? বুদ্ধিমানতার অগ্রভাগ থেকে বলবে যে আমার রবের অসংখ্য শুকরিয়া আমি ভাল আছি, কাজ করে যাচ্ছি। যদি দিনটা তাড়াতাড়ি না যেতো তাহলে এই কাজটাও শেষ করতে পারতাম। সময়, খুবই, তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে। হায়াত ও শেষ হয়ে যাচ্ছে দাড়িয়ে নেই। উপস্থিত কষ্ট পাচ্ছি কিন্তু এটাও শেষ হয়ে যাবে। সবকিছুই এরকম তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে। এভাবে বলে প্ররোক্ষভাবে হায়াত কি পরিমাণ মহামূল্যবান হওয়াটা অতিবাহিত হওয়ার বেদনাময়ী প্রকাশ তার অবস্থান জানাচ্ছে। অর্থাৎ **ক্লেশ ও পরিশ্রমের দ্বারা, জীবনের স্বাদ ও হায়াতের মূল্যটা বুঝা যায়। আবার যদি আরাম আয়েশ এবং সুস্বাস্থ্যময় হয় হায়াতকে বিস্বাদ করে তুলে যার ফলে তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে হয়**।

হে অসুস্থ ভাই! জেনে রাখো যে, অন্যান্য রিছালাসমূহে সুক্ষ ব্যাখ্যার দ্বারা বর্ণিত হওয়ার ন্যায়, মুসিবত সমূহের অনিষ্টতাসমূহের, এমনকি গুনাহ সমূহের ভিত্তি ও পরিচয় হল, শূন্যতা হল একটি অন্ধকার বিষয়, মন্দ ব্যাপৃত, সার্বক্ষণিক আরামপ্রদ অবস্থা, নিরব, স্থিরতা ও দাড়িয়ে থাকার অবস্থাসমূহ বিলুপ্তিতে, নাই হওয়াতে খুবই কাছের যে, বিলুপ্তির অন্ধকারাচ্ছন্নতাকে অনুভূব করতঃ কষ্ট-দুঃখ সমস্যা প্রদান করে। আবার নড়াচড়া এবং কর্মব্যস্ততাকে যদি চিন্তা করি, তাহলে এটাই অস্থিত্য বিলুপ্তি নহে, অন্ধকার নহে অস্থিত্বকে অনুভীত করায়। আর যখন অস্থিত্বময় হবে তখন এটা বিশুদ্ধ কল্যাণ এবং নূরের হবে। অতএব যেহেতু বাস্থবতা হল এটাই, তোমার মধ্যকার এই রোগ যা, মূল্যবান হায়াতকে একনিষ্ঠতায় আবদ্ধ করা, শক্তিশালী করা, উন্নত করানো, এবং দেহের অন্যান্য মানবিক অঙ্গ-প্রতঙ্গকে ঐ অসুস্থতার সাথে অঙ্গাবলীর চারপাশে সহযোগিতার প্রতি আগ্রহী হওয়াতে এবং সানি-এ-হাকিমের পৃথক পৃথক নামসমূহের নকশা সমূহকে প্রদর্শন করার ন্যায় নানা রকমের দায়িত্ব প্রদান করতঃ ঐ অসুস্থতাকে তোমার দেহে মুসাফির হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ খুবই তাড়াতাড়ি তার কাজ শেষ করে রোগ চলে যাবে। এবং সরলতাকে বল যে, তুই আমার স্থানে সর্বদা এখানে অবস্থান কর। স্বীয় দায়িত্বে ব্যাস্থ থাকো এই দেহ নামের আবাসস্থল তোমার সুস্বাস্থ্যময়ী অবস্থানে বাস কর।

বিশতম ঔষধঃ হে অসুস্থ বেদনার ঔষধ অন্বেষণকারী রোগী! অসুস্থতা দুই প্রকার। একটি হল হাকিকি- আরেকটি হল ওহমি (সন্দেহভাজন)। **হাকিকি প্রকার যেটা শাফি-এ-হাকিমে যুল-জালাল ভূপৃষ্ঠ হওয়া বড় ফার্মেসীতে সকল প্রকার রোগের এক ঔষধ বন্দোবস্থ করে রেখেছেন। ঔষধ থাকায় তার রোগ ও রয়েছে। প্রত্যেক রোগের একটি ঔষধ তিনি সৃষ্টি করেছেন**। সুস্থতার জন্যে ঔষধকে ব্যবহার করা, খাওয়া শরীয়ত সম্মত বিষয়। কিন্তু তার প্রভাব ও শিফা মহান আল্লাহর থেকে হয় এটা জানা আবশ্যকীয়। ঔষধ তিনি দেওয়ার ন্যায় মুক্তি ও তিনি দেন। অভিজ্ঞ দ্বীনদার ডাক্তারদের পরামর্শ সমূহকে অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ একটি ঔষধ স্বরুপ। কেননা বেশির ভাগ রোগই অনিষ্ট ব্যবহার থেকে, নিয়মানুবর্তিতাহীনতা থেকে, অপচয় থেকে, ভূল থেকে, অশ্লীলতা থেকে, অসচেতনতা থেকে আসে। দ্বীনদারপ্রিয় ডাক্তার নিঃসন্দেহে শরীয়তের দৃষ্টিতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এবং মাধ্যম সমূহকে তার দ্বারা পাওয়া যায়। ফলে অপব্যবহার ও অপব্যয় থেকে বাদা প্রদান করতঃ শান্তনা প্রদান করেন। রোগী ঐ মাধ্যম সমূহকে ও শান্তনাকে নির্ভর করতঃ কাজ চালিয়ে গিয়ে অসুস্থতাকে কমিয়ে আনে এবং জটিলতর কষ্টের অবস্থান থেকে এক প্রশান্তি অর্জন করে।

কিন্তু **যদি সন্দেহভাজনতা অসুস্থতার প্রকার হয়, তাহলে এর সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী ঔষধ হলো সন্দেহকে গুরুত্ব না দেওয়া**। যদি তাকে গুরুত্বারোপ করা হয় তখন সে বড় হতে থাকে। ফলতে চলিতে থাকে। গুরুত্ব না দিলে ছোট হতে থাকে বিক্ষিপ্ত হয়। যেমনটি মৌমাছিকে উত্তেজিত করলে মানুষের প্রতি আক্রমনাত্মক হয়, ধাওয়া না করলে চলে যায়। একই ভাবে অন্ধকারে চক্ষুর সম্মুখে আগত কোন রেখাযুক্ত সুতাকে গুরুত্বারোপ করলে কল্পনায় তা বড় হতে থাকে। কখনও ভয় প্রদর্শিত করে পাগলের ন্যায় দৌড়ায়। যদি গুরুত্বারোপ করা না হয় তাহলে   তখন সাধারণ একটি সুতার ব্যাপারে সাপ না হওয়াটা বুঝতে পারে। ব্যাক্তি প্রথমকার অহেতুক ভয় নিয়ে নিজে নিজে হাসে। আর এই সন্দেহভাজন রোগ যদি চলতে তাকে তাহলে আসল রোগে রুপান্তরিত হয়, ধারণ প্রস্তুত হওয়ার মাত্রা এবং মেজাজ যদি আরও বেশি হয় তাহলে মানবের মধ্যে এটা একটি অনিষ্টকর রোগ যা তিলকে তাল করতে পারে। আধ্যাত্মিক ক্ষমতাকে, ভেঙ্গে ফেলে। বিশেষতঃ নির্দয়, অর্ধ ডাক্তার নতুবা ইনসাফহীন চিকিৎসকদের কাছে গেলে সন্দেহ প্রবণতা আরও বেশি বৃদ্ধি হয়। ধনবান ব্যক্তি হলে টাকা পয়সা খরচ হয় নতুবা আক্বল বা স্বাস্থ্য হারায়।

একুশতম ঔষধঃ হে অসুস্থ ভাই! তোমার অসুস্থতায় এক প্রত্যক্ষ কষ্ট বিদ্যমান আছে। কিন্তু ঐ বস্তুবাদী কষ্টের প্রভাব দূরীভূত করবে গুরুত্বপূর্ণ এক আধ্যাত্মিক স্বাদ তোমাকে বেষ্টিত করছে। কেননা বাবা ও মা এবং আত্মীয়-স্বজন যদি থাকেন, তাহলে অনেক দিন যাবৎ ভূলে যাওয়া ঐ অতি স্বাদময় ঐ পুরাতন মায়া মমতাকে তোমার চারপাশে নতুন করে জাগ্রত হয়ে ছোটবেলার সময়ের মধ্যে লক্ষ করেছ ঐ মহানুভব দৃষ্টিপাত সমূহ আবার দেখা করার সাথে যা অতি গোপন পর্দাবৃত থাকা চারপাশের বন্ধু-বান্ধব অসুস্থতার জযবার ধরুন নতুন করে তোমার সম্মুখে ভালবাসায় প্রেমাস্পদে তাদের দেখা সাক্ষাৎ সমূহ থেকে নিঃসন্দেহে তাহাদের বিপরীত তোমার এই বস্তুবাদী রোগের কষ্টের অবস্থান খুবই নগন্য, কম হবে। হ্রাস পাবে। এবং তুমি গৌরবময় খেদমত করাতে এবং যাদের থেকে সম্মান প্রশংসা পাওয়ার কর্মব্যস্থতা করেছ তারা অসুস্থতার মাধ্যমে তোমাকে দয়া প্রবল হয়ে তারা খেদমত করাতে এখন মূল্যবান ব্যক্তিতে ব্যক্তি হয়ে গেলে। একই ভাবে **মানুষের মধ্যকার স্বীয় গোত্রদের প্রতি করুন ও স্বীয় শ্রেণীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার কারণে নেই থেকে অসংখ্য সহযোগী বন্ধু-বান্ধব এবং শাফাকাতপূর্ণ বন্ধুগণ পেলে। এবং আতি কষ্টকর কর্মকান্ড থেকে অবসর ও ছুটি নিয়ে আরাম করছ যা, কেবল অসুস্থতার কারণে পেয়েছ**।...... তাই অবশ্যই তোমার আংশিক

কষ্টাবলীকে এই আধ্যাত্মিক লজ্জত সমূহে তোমাকে নালিশ এর দিকে না গিয়ে, না হাঁকিয়ে তোমার শুকরিয়া জ্ঞাপনে আদিষ্ট হওয়া জরুরী।

বাইশতম ঔষধঃ হে বদরাগীর প্যারাইলাইসেসের ন্যায় ভারী অসুস্থতায় আক্রান্ত ভাই! প্রথমেই সুসংবাদ তোমায় দিচ্ছি যে, মু'মীনের জন্যে পক্ষাঘাত রোগ ভাগ্যবান রোগ হিসেবে বিবেচিত হয়। এটা অনেক পূর্বে থেকে ওলীদের থেকে শুনছিলাম। তবে এর রহস্য জানতাম না। এমনকি একটি মর্ম আমার অন্তরে আসছে যে, আল্লাহর বন্ধুগণ জনাবে আল্লাহর নিকটের হওয়া এবং দুনিয়ার মহান আধ্যাত্মিক ধ্বংসাবলী থেকে রক্ষা করতে এবং চিরন্তন সৌভাগ্যবানদের ভাগ্যের আত্মবিশ্বাসের জন্যে দুটি বিশেষ মূলনীতিকে তারা অনুসরণ করেছিলেন

প্রথমটি- রাবেতায়ে মাউত = অর্থাৎ দুনিয়া যেমন একদিন ধ্বংস প্রাপ্ত হবে,হওয়ার ন্যায় নিজেও ভিতরগতভাবে শেষ হয়ে যাওয়া এক মুসাফির হওয়াকে চিন্তাকরতঃ চিরস্থায়ী হায়াতকে ঐ দৃষ্টিতে তারা কাজ করে গিয়েছেন।

দ্বিতীয়টি- নফসে-আম্মারা = এবং অন্ধ আকাঙ্খা থেকে উদ্ভূত মুসিবত সমূহ থেকে হেফাজতের জন্যে যন্ত্রণাময় অবস্থা এবং হক্কের চর্চার দ্বারা তারা নফসে-আম্মারাকে হত্যা করার কাজে কাজ করে গিয়েছেন। আপনিও হে প্যারালাইসেসে আক্রান্ত ভাই অনিচ্ছাকৃত সংক্ষেপ, সহজ, এবং ভাগ্যের কারণ হওয়া দুটি ভিত্তি তোমায় দেওয়া হয়েছে যে, সর্বদা তোমার দেহের অবস্থানকে এই দুনিয়ার বিলুপ্তিতে এবং মানবের এখানে সাময়িক হওয়াটা তোমায় সতর্ক করে জানিয়ে দিচ্ছে। বহ্যতঃ দুনিয়া তোমায় গলাটিপে মারতে পারছে না। এবং উদাসীনতা তোমার চক্ষুকে অন্ধ করতে পারচ্ছে না। এবং অর্ধেক মানুষের অবস্থাতে এক সত্তাকে, নফসে আম্মারা নিঃসন্দেহে নোংরা খাহেশাতের সাথে এবং মনোরঞ্জনের কামনা বাসনার সাথে ধোকায় ফেলতে পারবে না পারচ্ছেনা। দ্রুত এই রোগ নফসের ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

অতএব **মু'মীন ঈমানের সুক্ষ মর্মের দ্বারা এবং আত্মসমর্পন ও নির্ভরতার দ্বারা, ঐ জটিল অর্ধ দেহের অবশ হওয়া রোগের ন্যায় অসুস্থতা থেকে অল্প এক সময়ের মধ্যে ওলীগনের কষ্ট সহিষ্ণুতার ন্যায় উপকারী হতে পারে। আর এমনটি হলে ঐ সময় ঐ যন্ত্রণাকর রোগ অত্যন্ত সাধারণ, মূল্যহীন হয়ে যায়।** ।

তেইশতম ঔষধঃ হে, সঙ্গহীন অসহায়, নিরুপায় রোগী। অসুস্থতার সাথে তোমার সঙ্গীহীনতা এবং বিদেশ জীবন তোমার বিপরীত অতি কঠিন অন্তর সমূহকে দয়া পরবশতায় যদি আনা হয়, এবং সহানুভূতিশীলতায় যদি সহৃদয়তা দেখানো হয়, তাহলে মূলতঃ কোরআনের সমস্থ সুরা সমূহের প্রথমে নিজেকে রাহমানুর রাহিম গুণের দ্বারা আমাদেরকে শিরোণাম প্রদর্শনকারী এবং এক কমনীয়তার জ্যোতির দ্বারা সমস্থ সন্তানদের সম্মুখে পিতা-মাতাগণকে ঐ আকস্মিক সৌকুমার্যতার তরে আচরণ প্রদর্শনকারী এবং প্রত্যেক বসন্তে এক রহমতের জনকের দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠে নেয়ামত সমূহের সাথে পরিপূর্ণকারী এবং চিরস্থায়ী হায়াতের ক্ষেত্রে জান্নাত, সমস্থ সুন্দর্যতার সাথে এক রহমতের ঝলক হওয়া তোমার খালিকে রাহিমের প্রতি ঈমানের সাথে সংযোগ এবং তাকে জেনে, চিনে অসুস্থতার অপারগতার ভাষায় দোয়া অবশ্যই তোমার এই প্রবাসস্থলে সঙ্গীহীন কালের অসুস্থতার সবকিছুর পরিবর্তে তার রহমতের নজর তোমার তরে আসবে। আর যেহেতু তিনি রয়েছেন। তাহলে তোমাকে দেখবেন। তাহলে তো তোমার সবকিছু আছে। মূলতঃ **বিদেশী জীবন ও নিঃসঙ্গ হল সে, যে ঈমান ও আত্মসমর্পনের সাথে আল্লাহ্র সঙ্গে সংযোগ তৈরী করে না। অথবা সংযোগের গুরুত্ব প্রদান করে না।**

চব্বিশতম ঔষধঃ হে নিষ্পাপ অসুস্থ বাচ্চাদেরকে এবং মাসুম শিশুদের সমতুল্য হওয়া বয়স্কদের সেবাকারী রোগী পরিচর্চা কারীগণ।..... আপনাদের সম্মুখে তাৎপর্যপূর্ণ এক পরকালীন লাভজনক ব্যবসা রয়েছে। একাগ্রতা ও প্রচেষ্টার দ্বারা ঐ ব্যবসায় লাভ অর্জন করুন------নিষ্পাপ শিশুদের রোগ সমূহ ঐ নাজুক দেহ সমূহের ক্ষেত্রে এক চর্চানীতি এক অনুশীলন যা আগামীতে দুনিয়ার যাতাকলের সংগ্রামে সংগ্রামী হওয়ার জন্যে এক শক্তিবর্ধক টিকার ন্যায় এবং এক খোদায়ী প্রশিক্ষণ এর ন্যায়, শিশুর দুনিয়ার হায়াতে সংশ্লিষ্ট অসংখ্য হিকমত সমূহের সাথে সাথে এবং রুহানী হায়াতের ক্ষেত্রে এবং হায়াতের পরিশোধনে মাধ্যম হবে বড়দের কাফফারাতু-জুনুব এর স্থলে, আধ্যাত্মিক বা আগামীতে তথা পরকালে আধ্যাত্মিক তরক্কির ক্ষেত্রে কারণ হওয়া উপকারী ইনজেকশন সমূহের প্রকারের থেকে অসুস্থতা থেকে আগত সওয়াব যা বাবা-মায়ের আমলনামায় বিশেষ করে সহানুভূতির রহস্যের সাথে শিশুর স্বাস্থ্যকে স্বীয় স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদানকারী বাবা-মায়ের উত্তম মর্ম সমূহের সহীফায় প্রবেশ করাটা আহলে হাক্বিক্বাতগনের মতে তা প্রমাণিত আছে।

এখন বয়স্কদের যদি সেবা শুশ্রূষা করা হয়, তাহলে যেমন সুমহান সওয়াবের অর্জনকারীর পাশাপাশি ঐ বয়স্কদের এবং বিশেষ করে পিতা ও মাতা যদি বেঁচে থাকেন তাদের দোয়াকে অর্জন করার সাথে তাদের অন্তর সমূহকে হাসি খুশিময় করতে পারা এবং সর্বস্ব দিয়ে তাদের খেদমত করাটা যেমন এই দুনিয়ার ভাগ্যকে তেমনি আখেরাতের সৌভাগ্যকে অর্জনের মাধ্যম হওয়াটা সহিহ রেওয়াতের দ্বারা এবং অসংখ্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর দ্বারা তা প্রমাণিত আছে। বৃদ্ধ পিতা মাতাকে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণকারী ভাগ্যবান সন্তান নিজ সন্তানদের থেকে একই আচরণ পাওয়ার ন্যায় বদবখত এক সন্তান যে যদি তার পিতা মাতাকে দুর্ব্যবহার করে তাহলে সে পরকালের শাস্তির পরেও এই দুনিয়াতে সীমাহীন দূর্ভোগের সম্মুখীন হওয়াটা অসংখ্য ঘটনাবলী থেকে প্রমাণিত রয়েছে। হাঁ, **বয়স্কদের ও নিষ্পাপ শিশুদের কেবল আত্মীয় হলে সেবা করবে এমনটি নহে বরং আহলে-ঈমানদের মধ্যে আসল ভ্রাতৃত্বের দোয়া বিদ্যমান তাদেরও যদি কখনও এমন অবস্থা হয় আর সম্মানিত এ বায়োজ্যেষ্ট ব্যক্তি যদি তার শরনণাপন্ন হোন তাহলে অবশ্যই জান ও প্রাণ দিয়ে তার খেদমত করা ইসলামের ঐকান্তিক দাবী**।

পঁচিশতম ঔষধঃ হে আমার অসুস্থ ভাইয়েরা। **যদি আপনারা অতি লাভজনক এবং সকল কষ্টের ঔষধ স্বরুপ, এবং হাক্বিক্বি সুস্বাদু পবিত্র এক প্রতিষেধক চান তাহলে, "আপনাদের ঈমানকে উন্মুচিত করা দরকার"**। অর্থাৎ তাওবা ও ইস্তেগফার এর সাথে এবং নামায ও উবুদিয়্যাতের সাথে ঐ পবিত্র মহৌষধ হওয়া ঈমানকে এবং ঈমান থেকে আগত ঔষধকে ব্যবহার করুন। হাঁ, দুনিয়াকে ভালবাসা ও আসক্তির ধরুন সাধারণতঃ আহলে গাফলতের দুনিয়ার ন্যায় বড়, অসুস্থ এক প্ররোক্ষ দেহ রয়েছে। আবার ঈমানকে চিন্তা করলে সে ঐ দুনিয়ার ন্যায় নিঃশেষ ও বিলুপ্তির আন্দোলনে ক্ষত-বিক্ষতের মধ্যে হওয়া ঐ আধ্যাত্মিক দেহে হঠাৎ শিফা প্রদান করতঃ ক্ষতসমূহ থেকে রক্ষা করতঃ মৌলিক শিফা প্রদানের বিষয়াদী অনেক রিছালে সমূহে আমরা আলোচনা করেছি------

বিরক্ত না লাগার জন্যে এখানে সংক্ষেপ করছি। ঈমান যখন ঔষধ হিসেবে বিবেচিত। ফরজ সমূহকে যথাসম্ভব আদায় করার ধরুন এই ঈমান তার ঔষধের কার্যকারিতা প্রদর্শন করে। গাফলত ও সাফাহাত এবং নফসের চাহিদা মোতাবেক চলা এবং অনৈসলামিক মনোরঞ্জন যা ঐ মহৌষধের জন্যে বাধা হিসেবে প্রমাণিত। অসুস্থতা যেহেতু গাফলতকে উঠিয়ে দেয় এবং ভোগবিলাসের ক্ষেত্রে আপত্তি করে, অবৈধ কার্যক্রমে বাধা প্রদান করে। এমনি ঔষধ থেকে উপকার অর্জন করুন। আসল ঈমানের পবিত্র ঔষধ সমূহ থেকে ও নূর সমূহ থেকে তাওবা ও ইস্তেগফার এর সাথে দোয়া ও প্রার্থনায় তাসবিহাতের সাথে এগুলোকে ব্যবহার করুন--

জনাবে-হক্ব আল্লাহ আপনাদেরকে সুস্বাস্থ্যতা দান করুন, আপনাদের রোগ সমূহকে গুনাহের কাফ্ফারা হিসেবে বিবেচনা করুন।" আমিন, আমিন, আমিন--------। রেফঃ লাম'আলার ২০৫